সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন সকল মানবজাতির শান্তি, কল্যাণ, সফলতা জন্য,তাঁর প্রতি দুরুদ ও সালাম।

ইউনাইটেড মুসলিম উম্মাহ , ১৯৯০ সাল থেকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । দীর্ঘ সময়ে কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বের বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম নেতৃবর্গের উদ্যোগে মস্কো, রাশিয়ায় একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্ব শান্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দোষরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বর্তমান 'জাতিসংঘের' বিকল্প মুসলিম উম্মাহর কণ্ঠস্বর হিসেবে শরিয়া আইন ও নীতি অনুযায়ী একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সংস্থাটি দরিদ্র এবং অত্যাচারীতদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করবে এবং আমরা বিশ্বাস করি সংস্থাটি মুসলমানদের নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় একমাত্র মডেল হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে সংস্থাটি যুদ্ধ, গণহত্যা,সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, হোমো-সেক্সচুয়ালিটি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। শুধুমাত্র একতা ও ভ্রাতৃত্ব মুসলিম উম্মাহকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশ্ব মানবতার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্বাধীন 'মুসলিম শান্তিসংঘের' কেন প্রয়োজন?

উনিশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইম্পোরিয়াল ক্ষমতা লোভী সরকারগুলো তাদের সাম্রাজ্যনীতিকে পাকা-পোক্ত করতে যুদ্ধ, বীগ্রহ এবং এমবার্গোর মতো জঘন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের শতকোটি মানুষকে হত্যা করছে। জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনের আবরনে ছদ্মবেশ ধারন করে তারা বিভিন্ন জাতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং যুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ নারী শিশু অকালে মৃত্যু করণ করছে। আমরা লক্ষ করছি,পাশ্চাত্যের সরকারগুলো গরীব এবং দুর্বল জাতির উপর যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য বর্তমান জাতিংঘকে একটি আস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বর্তমান জাতিসংঘ সর্বদা ইয়াহুদীদের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করছে এবং তারা বিশ্বের শান্তির উপকরণের অজুহাত দিয়ে একটি নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার স্থাপন করেছে। অন্য জাতিকে চাপ দিতে তারা শুধু জাতিসংঘই নয় আরোও অনেক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে ন্যাটো, ইইউ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, জি এবং জি ২০ অন্যতম। তথাকথিত এই সভ্য সমাজ জাতিসংঘকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দরিদ্র জাতীর সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। যার কারণে খাদ্য, পানি ও ওষুধের অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু, নারী ও বৃদ্ধ মারা যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি জাতিংঘের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে

নতুন নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেমন: ওয়াইসি, আরব লীগ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আসিয়ান, ইউরো এশিয়া, সাংহাই চুক্তি, আমেরিকান ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ, সার্কসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা।

আজ খুব বেদনার সাথে লক্ষ্য করতে হচ্ছে যে সারা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাত এবং এমবার্গোর মত জঘন্য অপরাধের কারণে আজ ৭০০ মিলিয়নেরও বেশি নির্দোষ মানুষ অভিবাসী হয়ে পৃথিবীতে খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা দেখেছি অভীবাসীদের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার করুন প্রতিচ্ছবি। শত শত লোক পানিতে ডুবে আবার কেউ কেউ বিভিন্ন দেশের সীমান্তে পুলিশের গুলিতে অকালে মৃত্যুবরণ করছে, কেউ কেউ জেলে, আর নারীরা হচ্ছে ভোগ বিলাসের পণ্য। অনেকেই অপরাধী চক্রের হাতে বন্দী হয়ে গোলাম হিসেবে বসবাস করছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৭০ মিলিয়নেরও বেশী লোক শরনার্থী শিবিরে বসবাস করছে। তারা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে অপব্যবহার করে, নতুন নতুন সমরাস্ত্র, লেজার, পারমাণবিক, রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যালসহ অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র এবং বোমা তৈরি করে যাচ্ছে। অন্যদিকে তারা সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনের নামে ছোট ছোট জাতীর ওপর নতুন নতুন বোমা এবং সমরাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। অস্ত্র প্রতিযোগীতা এবং অস্ত্র কারখানাগুলোকে সচল রাখতে সারা বিশ্বে অস্ত্র ছাড়িয়ে দিচ্ছে, যুদ্ধ বাধিয়ে ঐ অঞ্চলগুলোতে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করে বেড়াচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠণ সৃষ্টি করে নিরাপত্তার নামে হাজার হাজার কোটি ডলারের নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিক্রির ক্ষেত্র তৈরি করছে।

অন্যদিকে তারা বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে সুনামি, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ সৃষ্টি করছে। তারা নতুন নতুন ঔষধ তৈরি করে প্রথমে গরিব ও দরিদ্র জাতির উপরে টিকা হিসেবে পরীক্ষা চালায়। তাদের এ হীন পরীক্ষামূলক টিকা দানের কারণে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ গরিব শিশু , নারী অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শুধু তাই নয় এ সমস্ত দরিদ্র জাতি ও দেশের জনগনের ওপর বিভিন্ন রোগের ভাইরাসেরও পরীক্ষা চালায়। ঐতিহাসিক মানব সভ্যতাকে উপেক্ষা করে সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য ঘৃনিত ও পৈশাচিক সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থা হোমো-সেকচুয়ালিটি (সমকমিতা) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন নতুন আইন তৈরি করে যাচ্ছে। তাদের অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রচারের কারণে সমকামিতা, মদ্যপান এবং মাদকাসক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু কিছু পশ্চিমা দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সমকামিতা এবং সমকামি বিয়ের অনুমতি দিচ্ছে । এই ঘৃনিত ও পৈশাচিক সভ্যতা আমাদের সমাজের জন্য ভয়ানক, যা ঐতিহাসিক পারিবারিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আমরা খুবই মর্মাহত এবং দুঃখিত কারণ বেশিরভাগ মুসলমানেরা কোরআন এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। বর্তমানে মুসলমানেরা ক্ষমতা ও অর্থের জন্য ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব হারাচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অধিকাংশই ইয়াহুদীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এছাড়াও অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকারগুলো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করছে না। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দোষররা

ষড়যন্ত্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে দুর্বল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য আর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক দুর্বল মুসলমানদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের সুযোগ নিয়ে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন ও জঙ্গি গ্রুপ সৃষ্টি করেছে। ইয়াহুদীদের আইনের শাসন ও সাংস্কৃতি মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বিশ্ব মানবতার জন্য হুমকি স্বরূপ। আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, মানুষ্য সৃষ্ট আইন কখনোই বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ করতে পারে না। বিশ্বের শান্তির জন্য আমাদেরকে একমাত্র ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের একতা , ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব মানবতাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

একবিংশ শতাব্দী মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের শতাব্দী। আমরা বিশ্বাস করি যে, শুধুমাত্র ইসলামি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও মুসলিম সমাজের ঐক্য বিশ্ব মানবতাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমরা খুবই মর্মাহত এবং দুঃখিত যে, ইয়াহুদীদের দোষররা ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিচ্ছে না, যা কখনোই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আসুন মুসলমানদের নেতৃত্ব একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্বাধীন 'মুসলিম জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাই, যা অত্যাচারীতদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করবে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ব মানবতাকে এই জঘন্য ও ঘৃনীত পরিস্থিতি থেকে মুক্তিদানের জন্য। আসুন 'মুসলিম জাতিসংঘ' এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বানের বার্তা বিশ্ব মানবতাকে অবহিত করি। এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হব ইসলাম একমাত্র শান্তির ধর্ম এবং মুসলমানরা একমাত্র শান্তির ধারক ও বাহক।

মুসলমানদের ঐক্য সম্পর্কে পবিত্র কোরাআন ও হাদিসে কি বর্ণিত আছে?

** সূরা আল ইমরান: ১৯-" নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম (ইসলামের অনুসারীরাই একমাত্র মুসলমান)।"

** সূরা আল বাকারাহ: ১৩২-"নিশ্চিয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ (ইসলাম) ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। (এটা স্পষ্ট যে, মুসলিম ছাড়া আল্লাহ মৃত্যুর পর অন্য কোনো নামে মুমিন হিসাবে গ্রহণ করবেন না)।"

** সূরা আল ইমরান: ১০৩-"আর তোমরা (মুসলমানেরা) সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।"

** সূরা আল ইমরান: ১০৪-"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হলো সফলকাম (তারাই একমাত্র মুসলমান)।"

** সূরা আন-আম: ১৫৯-" নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ডবিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার (হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) কোনো সম্পর্ক নাই।"

** সূরা আল ইমরান: ১১০-"তোমরাই (মুসলমানেরা) হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এই থেকে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহর নিকট মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো নাম, গ্রুপ বা জাতি গ্রহণ যোগ্য নয়।

পবিত্র কোরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা ৩৯ বার আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে অভিহিত ডেকেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে শুধু মুসলিম বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ কখনো অন্য কোনো নামে আমাদেরকে ডাকেনি।

আমাদের সবাইকে স্পষ্ট বুঝতে হবে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা:)। তিনি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো নেতা নাই, আর মুসলমানরা শুধুমাত্র তারই অনুসারী। তাই ইসলামে অন্য কোনো গ্রুপ বা তরিকার স্থান নাই, শুধুমাএ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর তরিকা (সুন্নাহ) ছাড়া।

* হাদিস সমূহঃ

১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম অংশে বসবাস করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে।'

-তিরমিজি

২. হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।'

-মুসলিম

৩. রাসূল সা. বলেছেন, মুসলিমেরা সকলে মিলে একটি দেহের মতো, যার চোখে ব্যথা হলে গোটা দেহের কষ্ট হয়, মাথায় ব্যথা হলেও গোটা দেহের কষ্ট হয়।

- মুসলিম

আমাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

** মুসলমানদের নেতৃত্বে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্বাধীন "মুসলিম জাতিসংঘ" প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।

** ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশে মুসলিম জাতিংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা জন্যপ্রচেষ্টা চালানো।

** মুসলিম উম্মাহর একজন সুপ্রিম লিডার নির্বাচিত করা, যিনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ও বিশ্ব শান্তির প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।

** প্রতিটি দেশ এবং অঞ্চলে মুসলিম উম্মাহর একজন করে আঞ্চলিক সুপ্রীম লিডার নির্বাচিত করা। যিনি নিজ দেশ বা অঞ্চলের মুসলিম ঐক্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে গন্য হবেন ।

** মুসলিম উম্মাহর ও জাতিংঘের সদর দপ্তর পবিত্র শহর জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো

** শান্তি মিশন প্রেরণ করা এবং শান্তির বার্তা নিয়ে যাওয়া যেখানে চলছে যুদ্ধ, সন্ত্রাস গণহত্যা এবং নিরীহ মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচার ।

** আন্তর্জাতিক শরিয়া কোর্ট প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।

ওয়াইসি থাকতে মুসলিম উম্মাহর জন্য নতুন শান্তিসংঘের কেন প্রয়োজন ?

প্রতিষ্ঠার থেকে ওআইসি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও স্বার্থসংরক্ষণে কোনো ভুমিকা গ্রহণ করে নাই । বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওআইসির কিছু সদস্য ক্ষমতা ও অর্থের লোভে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব হারিয়ে বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে পশ্চিমা ও ইয়াহুদীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এই কারণে বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ওআইসির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নতুন সংস্থা। যেমন, আরব লীগ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আসিয়ান, ইউরো এশিয়া এবং সার্কসহ নতুন নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাই আজ মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি নতুন স্বাধীন শান্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

মুসলিম জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ কিভাবে নির্বাচন করা হবে?

বিশ্বের প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের সুপ্রীম লিডার মুসলিম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবে। তবে বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদায় সদস্যপদ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন:

বেলুচিস্তান, কাশ্মীর, উইগুর, আরাকান, মান্দাওয়ে, চেসনিয়া, তাতারিস্থান ও কুদরিস্থান। পবিত্র মক্কা, মদিনা ও আল-আকসা মসজিদের খতিবগণ বিশেষ মর্যাদায় সদস্যপদ লাভ করবেন।

বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল মুসলিম জাতিসংঘের আঞ্চলিক পরিষদ কিভাবে গঠন করা হবে?

প্রতিটি দেশের স্থানীয় প্রশাসনিক অঞ্চল হতে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। এছাড়াও থাকবে ২০০ জন খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞ আলেম, ১০০ জন সুনামধন্য ব্যবসায়ী, ১০০ জন আইন ও শিক্ষাবিদ, ৫০ জন যুবক, ৫০ জন নারী এবং একজন সরকারি প্রতিনিধি। এ সমস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য একজন সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া অন্যদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তবে বিভিন্ন দেশের আয়তন ও প্রশাসনিক অঞ্চল কম বেশির হওয়ার কারণে সদস্য সংখ্যা ঐ দেশের কমতে বা বাড়তে পারে।

মুসলিম জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

** ইসলামী আইন ও নীতি অনুসারে বসবাস করতে হবে এবং কোনো দল বা গোষ্ঠীর পক্ষালম্বন করতে পারবে না।

** আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্মীয় শিক্ষায় জ্ঞানী হতে হবে।

** বিশ্ব মানবতার স্বার্থ সংরক্ষনে একাত্মাতা এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

** বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মেধা, সময় এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

** জাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধ, সহিংসতা ও যুদ্ধ এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

** রাজনৈতিক দল ও সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

** বিভিন্ন দল, মত ও ধর্মের লোকদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

** সর্বনিম্ন ১০ বছরের আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

** তাকে অবশ্যই শরিয়া আইনের উপর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

** ইসরাইলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না।

মুসলিম জাতিসংঘের করণীয় বিষয়াবলীঃ

** মুসলিম গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা।

** সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, আগ্রাসন, এমবার্গো এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতাকে সোচ্চার করে তোলা।

** আন্তঃজাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধ, সহিংসতা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কাজ করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতাকে সোচ্চার করে তোলা।

** বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কাজ করা।

** বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

** ইসলামে বর্ণিত নারীর অধিকার আদায়ের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

** হজ পালনের জন্য হাজীদের সহযোগীতা কারা।

** ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য জাতিকে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক আবাস ভুমিতে ফেরত পাঠানোর জন্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

** মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।

** সার্বজনীন এবং সর্বধর্মে স্বীকৃত পারিবারিক ব্যবস্থা সংরক্ষণে সমকামীতা, পর্ণগ্রাফি, ফ্রি সেক্স, লিভ টুগেদারের মতো জঘন্য সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতাকে সোচ্চার করে তোলা ।

** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টস এবং ইসলামে উল্লিখিত মানবাধিকার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

** রাজনৈতিক দল ও সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানে অংশগ্রহণ করা, যাতে তা যুদ্ধ বা সংঘাতে রূপ না নেয়।

** অন্যান্য ধর্ম ও জাতির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কাজ করা।

** যেসব অঞ্চলে চলছে ক্ষুধা, দারিদ্রতা, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি সেখানে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করা।

** পবিত্র তিন মসজিদের রক্ষণাবেক্ষন ও নিরাপত্তার ব্যাপারে ঐ দেশের সরকারের সাথে মিলে কাজ করা।

মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতা (সুপ্রিম লিডার) নির্বাচনের নিয়ম:

সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের জন্য মুসলিম জাতিসংঘের উচ্চ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে যোগ্যতা সম্পন্ন ২০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হবে। ঐ দিনে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং উচ্চ পরিষদের সদস্যদের বেশিরভাগ ভোটের মাধ্যমে আজীবন অথবা ১০ বছরের জন্য মুস্লিম উম্মাহর সুপ্রীম লিডার নির্বাচিত হবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে,২০ জনের কেউ নির্বাচনে কোনো রকম প্রচার-প্রচারনা চালাতে পারবে না।

ভেটো ক্ষমতা:

সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভেটো যারা প্রয়োগ করতে পারবেন। তারা হলেন সুপ্রীম লিডার এবং তার অনুমতিক্রমে মহাসচিব এবং আরও তিন পবিত্র মসজিদের খতীবগণে ভেটো ক্ষমতা থাকবে।

মুসলিম জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের নিয়ম:

মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য উচ্চ পরিষদের সদসস্যগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৫ জন সদস্যের নাম সুপ্রীম লিডার কাছে প্রেরণ করবেন। এ পাঁচ জনের মধ্য হতে একজনকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দিবেন। মহাসচিব সুপ্রিম লিভারের প্রতিনিধি হিসেবে সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উল্লেখ থাকে যে, সুপ্রীম লিডার উচ্চ পরিষদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জরুরীভাবে মহাসচিবকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

মুসলিম জাতিসংঘের মহাসচিবের করণীয় বিষয়াবলি:

** মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার জন্য সুপ্রীম লিডারকে পরামর্শ দান করবেন।

** আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী, ব্যবসায়ি, ইমাম, রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক নেতা ও বিদেশি রাষ্ট্র প্রধানদের বরাবর মুসলিম জাতিসংঘের শান্তির বাণীসহ চিঠি প্রেরণ করা।

** মুসলিম জাতিসংঘের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সদরদপ্তর জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

** আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, বিশিষ্ট সমাজসেবী, টিভি, মিডিয়া এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা।

** আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসি, ইউএনও, আসিয়ান, সার্ক এবং আরবলীগের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা।

** সংগঠনের কর্মকান্ডের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিশেষ কর্মশালা, মিশনারি কাজ, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আয়োজন করা।

** মুসলিম জাতিসংঘের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অভ্যান্তরীন এবং আন্তর্জাতিকভাবে ফান্ড রাইজিং এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

** মুসলিম জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা। যা পালাক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হবে।

** যেখানে চলছে যুদ্ধ, সন্ত্রাস, গণহত্যা এবং নিরীহ মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচার সেখানে মুসলিম জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রেরণ করা এবং শান্তি মিশনের আয়োজন করা।

** বিশ্বের প্রতিটি দেশে মুসলিম জাতিসংঘের শাখা গঠণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

** মুসলিম জাতিসংঘের মহা-মচিব হিসেবে মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে কাজ করা এবং তাকে সব জাতির প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। বিশেষ করে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সমস্ত দল ও গ্রুপের প্রতি বিদ্বেশী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। তেমনিভাবে অন্য ধর্মের প্রতিও সহনশীল হতে হবে। এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন করতে হবে ।

** বিভিন্ন দেশে মুসলিম গ্রুপগুলোর মধ্যে মতানৈক্য কমানোর জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

** বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বীদের সাথে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

** রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থান কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। যাতে করে মতবিরোধ সংঘর্ষে রূপ না নেয়। সে জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আলোচনা ও রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা।

** যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ত্রাণ প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

** বিশ্ব শান্তি পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা এবং প্রতি বছর ১০০ জনকে শান্তির দূত হিসেবে নির্বাচন করা।

** সকল দেশের সরকারের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে।

** সংস্থার কার্যক্রমকে বেগবান করতে, সরকারি কর্তৃপক্ষ, ইসলামি সংগঠন, রাজনৈতিক দল এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

মুসলিম জাতিসংঙ্গের কার্যনির্বাহি পরিষদ:

** সাধারণ পরিষদ

** সুপ্রীম লিডার

** মহাসচিব

** নিরাপত্তা পরিষদ

** ওলেমা ও শরিয়া কাউন্সেল

** মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সেল

** ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য বিষয়ক কাউন্সেল

** ওয়ার্ল্ড কাউন্সেল ফর ইয়োথ

** ওয়ার্ল্ড উইমেন কাউন্সেল

** এন্টি ওয়ার ও এন্টি ভায়োলেন্স কাউন্সেল

আমাদের অঙ্গিকার:

*** আন্তর্জাতিক শরিয়াকোর্ট প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা চালানো।

** আন্তর্জাতিক ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।

** আন্তর্জাতিক ইসলামিক ট্রেড সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।

** মুসলিম জাতিসংঘের সদরদপ্তর পবিত্র শহর জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো

কেন মুসলিম জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সরকারের পক্ষ নয়?

আমরা জানি যে, মুসলিম বিশ্বের প্রায় দেশের সরকারের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিরাজমান নেই, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে । এদের বেশিরভাগ ইয়াহুদী এবং পশ্চিমা শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে সাধারণ মানুষের উপর করছে শোষণ, জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে । তারা বিশ্বের মজলুমদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য সিভিল সোসাইটিকে উদ্যোগ নিতে হলো। অন্যদিকে এটা প্রমাণিত যে কোনো দেশের সরকার চাইলেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না, কারণ সরকার নিজ দেশ ও জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হয়। আর আমরা বিশ্বের সমগ্র জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের প্রত্যয় নিয়ে এই মহৎ কাজে নেমেছি। সিভিল সোসাইটির সব জাতীর স্বার্থে স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

মুসলিম জাতিসংঘের পতাকা: (শান্তির প্রতিক)

সংস্থার সাদা কাপড়ের একটি নিজস্ব পতাকা রয়েছে। পতাকাটির মধ্যভাগের শীর্ষে আরবিতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এবং শরীয়াহের আলোকে উলম্বভাবে নিম্নমুখী প্রদত্ত আলো প্রথিবীকে আলোকিত করছে । পতাকাটি বিশ্ব শান্তির একটী প্রতীক ।

মুসলিম জাতিসংঘের সমর্থক ও সদস্যদের শপথ:

আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, আমি একজন মুসলিম এবং আমি আমাকে শুধু একমাত্র মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলামের ভিতরে আমি কোনো গ্রুপ অথবা গোষ্ঠীকে বিশ্বাস করি না। আমি একজন মুসলিম হিসেবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি, কল্যাণ, সফলতা, অগ্রগতি, মুক্তি ও প্রগতি বয়ে আনার জন্য আমার মৃত্যু পর্যন্ত সু-পরামর্শ ও অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা দান করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করছি। হে আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও আমি যেন একজন পরিপূর্ণ মুসলমান হিসেবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এবং মুসলমানদেরকে বর্তমান এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তিদানের জন্য কাজ করতে পারি। (আমিন)।